সমস্বর©

৭৪ তম সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ ২০১৯

তামাক ব্যবহারে বাৎসরিক স্বাস্থ্য ক্ষতি ৩০ হাজার কোটি টাকার অধিক

তামাকের উপর সুনির্দিষ্ট কর ও নীতি প্রণয়ন জরুরী

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য সচিবের সাথে মতিনিময়

তামাক ব্যবহারে বছরে ক্ষতি ৩০৫৭০ কোটি টাকা -সেমিনারে তথ্য প্রকাশ

ধূমপান ত্যাগে 'কুইট লাইন' চালুর তাগিদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানীগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবী

"অসংক্রামক রোগ ও অকাল মৃত্যু কমাতে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির আহবান

তামাক নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আহবান

'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা জরুরী

'স্টপ টোব্যাকো বাংলাদেশ' এর তামাক বিরোধী চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

তরুণদের উদ্দেশ্যে তামাকের আগ্রাসী বিজ্ঞাপণ প্রচার করছে তামাক কোম্পানিগুলো

দেবী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধের দাবী

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ৯০% স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বৃদ্ধিতে টিসিআরসি'র প্রচারণা

বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে সিরাগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

বেশি ধূমপান করার ফল ভোগ করছি: কুদ্দুস বয়াতি

প্রবন্ধ

২০৪০ সনে তামাকমুক্ত বাংলাদেশে গঠনে উচ্চহারে করারোপের আবশ্যকতা

কর বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর পন্থা

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

অলংকরণ: গোপাল সরকার

তামাকজাত দ্রব্যের উপর সঠিকভাবে করারোপ করতে সুনির্দিষ্ট ও শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রনয়ণ করা হোক

তামাকের আগ্রাসী বিজ্ঞাপন বন্ধ এবং কর বৃদ্ধিতে উদ্যোগ প্রয়োজন

বাংলাদেশে ৩৫.৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব) তামাক ব্যবহার করে। তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যুহার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাইতে বাংলাদেশে অনেক বেশি। উপরন্তু, উদ্বেগজনক তথ্য হলো- দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা অধিক। গ্যাটস্ এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৮ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে। আর অতি উচ্চবিত্তের মধ্যে এ হার ২৪.৮ শতাংশ। বর্তমানে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে বছরে দেশে ১ লাখ ২৬ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি পরিচালিত গবেষণার তথ্যমতে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক খাত হতে প্রাপ্ত ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকার রাজস্বের বিপরীতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। কৃষি ও পরিবেশগতভাবেও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ক্ষতিকর এই দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের তথা রাজনৈতিক সদিচ্ছা। তামাকের অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে তিনি তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কথাও বলেছেন। তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতির মধ্যে কর বৃদ্ধি অন্যতম। এফসিটিসির আর্টিকেল ৬ ও এমপাওয়ার প্যাকেজে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তামাক ব্যবহারের হার সে গতিতে কমছে না। কারণ, বাংলাদেশে তামাক পন্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজেই যত্রতত্র পাওয়া যায়। আমাদের দেশের দূর্বল তামাক কর কাঠামো এবং কর ব্যবস্থা এক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী।সেই সাথে নানা উপায়ে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে কোম্পানীর প্রচারণা তামাক ব্যবহার না কমার অন্যতম একটি কারন। এফসিটিসির নির্দেশনা অনুসারে অত্যাধিক স্তর প্রথা বিলুপ্ত করে সুনির্দিষ্ট করারোপের পাশাপাশি মূদ্রপস্ফীতি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর তামাকের প্রকৃত মূল্য ও কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

'বিজ্ঞাপন' যে কোন বিষয়ে প্রচারণার একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। যার অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষকে কোন নির্দিষ্ট পণ্য ব্যবহারে উৎসাহী বা আগ্রহী করে তোলা। তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ বহুজাতিক তামাক কোম্পানীগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে দেশে ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নানা কৌশলে বিজ্ঞাপন প্রদান করছে। দোকানে দোকানে শোকেস এ বিজ্ঞাপন প্রদানের পাশাপাশি ব্র্যান্ড প্রমোশনে ফ্রি সিগারেট প্রদান, খালি প্যাকেট জমাদানে লোভনীয় উপহার সামগ্রী প্রদান তামাক কোম্পানীর প্রচারণার অন্যতম মাধ্যম।

সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী তাদের প্রচারের আরেকটি ক্ষেত্র। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর আড়ালে তামাকের প্রচারণা এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করা তাদের একটি কৌশল মাত্র। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট কর্তৃক ২০১৮ সালে পরিচালিত একটি গবেষণাতেও এমন চিত্র উঠে এসেছে। কোম্পানীগুলোর এমন আগ্রাসী ভূমিকার কারণ তামাকের বাজার সম্প্রসারন। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন লংঘনকারী তামাক কোম্পানীগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে গুরুত্ব প্রদান, ধারাবাহিকভাবে অর্থ বরাদ্দ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা/উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিগুলো সক্রিয় করা প্রয়োজন। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ে আরো অধিক সক্রিয়তা প্রয়োজন। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি প্রণয়নের সাথে সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চূড়ান্ত করাও সময়ের দাবী।

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের সময় তামাক কোম্পানিগুলো তামাকজাত পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে স্বাক্ষাৎ এবং নানান তৎপরতা শুরু করে। বিগত দিনে কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করার পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলো প্রচুর পরিমাণে রাজস্বও ফাঁকি দিয়েছে। বাজেটে তামাক কোম্পাণীগুলোকে নানাভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হলে দেশে অর্থ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। সুতরাং এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এই বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা নি:সন্দেহে প্রসংশনীয়। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলোও বসে নেই। মানুষের হাতে মৃত্যুশলাকা তুলে দিয়ে মুনাফা অর্জনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশকে তারা তাদের উর্বর শস্য ক্ষেত্র মনে করছে। যার প্রমাণ জাপান টোব্যাকোর মতো কোম্পানীর এদেশে তামাকের বানিজ্য সম্প্রসারণ। তামাক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা না করে রাষ্ট্রর কল্যাণে জনস্বাস্থ্যকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে বাংলাদেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত হলে তামাক নিয়ন্ত্রনে আরো গতিশীলতা আনতে হবে। আইন লংঘনকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং ব্যবস্থা সুদৃঢ় এবং প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে। বিজ্ঞাপন বন্ধে আইনের সঠিক প্রয়োগের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কর বৃদ্ধিসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য সচিবের সাথে মতিনিময়

১০ জানুয়ারি ২০১৯ দুপুরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম এর সাথে তামাক বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সচিবালয়ে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিব এর সাথে প্রতিনিধি দলের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা আবু নাসের খান, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার মীর নবীন ইকরাম ও আমিনুল ইসলাম সুজন, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব, নলসিটি মডেল সোসাইটি'র নির্বাহী পরিচালক মো. খলিলুর রহমান।

সভাপতির প্রশ্নের জবাবে তামাক বিরোধী জোট'র চলমান কার্যক্রম তুলে ধরে **সাইফুদ্দিন আহমেদ** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে দেশে বিস্তৃত একটি নেটওয়ার্ক 'বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'। বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিনশত সদস্য সংগঠন সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ও জেলা/উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আবু নাসের খান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জোট জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে কর্মসূচি আরো বেগবান হবে।

জোট'র পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সচিবের নিকট জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিসিপি) চূড়ান্তকরণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসি আর্টিকের ৫.৩ বাস্তবায়নে গাইডলাইন এবং কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন, তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ, দ্রুত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণের সুপারিশ তুলে ধরে একটি স্মারকপত্র তুলে দেয়া হয়। এছাড়াও তামাক কোম্পানি হতে সরকারের শেয়ার ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরালো করার সুপারিশ জানানো হয়।

পত্রের সুপারিশসমূহ বাস্তবসম্মত অভিহিত করে সচিব এনটিসিসির কাছে জানতে চাইলে **এনটিসিসি সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান** জানান, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির খসড়া, এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে খসড়া গাইডলাইন ও এনটিসিসির একটি খসড়া কোড অব কন্ডাক্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকদের পত্র প্রেরণ ও এনটিসিসি'র অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব মো. হাবিবুর রহমান জানান, ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ এর নির্দেশনায় একটি রোডম্যাপের খসড়া তৈরী ও হস্তান্তর করা হয়েছে।

তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সভার সভাপতি **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম** বলেন, বর্তমান অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বাস্তববাদী মানুষ। তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রস্তুতি নিয়ে তার কাছে যেতে হবে।

ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানীগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবী

তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধি অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তামাকের বর্তমান জটিল ও স্তরবিশিষ্ট কর কাঠামোর পরিবর্তে একটি সহজ ও শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি প্রণয়নের কথা বলেছেন। যা দেশে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করার পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। রাজস্ব ফাঁকি দেয়া সকল তামাক কোম্পানিগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিবন্ধনহীন তামাক কোম্পানিগুলোকেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তালিকাভুক্ত করা জরুরী।

২৯ জানুয়ারী ২০১৯ সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট'র যৌথ উদ্যোগে **"রাজস্ব ফাঁকি দেয়া ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হোক"** শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা আবু নাসের খান এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে

বক্তব্য রাখেন জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস বাংলাদেশ এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর প্রোজেক্ট ম্যানেজার ডালিয়া দাস।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচী ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমানের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান।

মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, গবেষণার তথ্যানুসারে সর্বস্তরের মানুষ জর্দা ব্যবহার করলেও নিম্ন আয়ের শ্রমিক, দিনমজুর শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে গুলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ফলে তামাক সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকিও তাদের মধ্যে অনেক বেশি। ছোট ছোট তামাক কোম্পানিগুলো গ্রামাঞ্চলে অবৈধভাবে তামাকজাত পণ্য উৎপাদন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে মৃত্যুমুখে ধাবিত করছে।

আবু নাসের খান বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলো সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। রাজস্বের আওতায় আনার জন্য অধিকাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানীর সঠিক নিবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে একদিকে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অপরদিকে তাদের কোন জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না।

মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বলেন, নরওয়ে, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের অনেক দেশে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির ফলে এর ব্যবহার কমেছে। বাংলাদেশে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে কম মূল্যে চর্বনযোগ্য তামাক পাওয়া যায়। ২০০৩ সালের আগে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উপর কোন কর আরোপ করা হতো না। বর্তমানে যে কর নীতি চালু আছে তাও খুবই দূর্বল।

হেলাল আহমেদ বলেন, অধিকাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাকপন্য উৎপাদনকারী কোম্পানীর যত্রতত্র খুপরির মত কারখানা তৈরি ও রাজস্ব ফাঁকির মাধম্যে হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা। অনেক ক্ষেত্রে ছোট পরিসরের দোহাই দিয়ে অনেক তামাক কোম্পানীগুলো ধরা ছোয়াঁর বাইরে থেকে যায়। এসকল কোম্পানিগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে।

গাউস পিয়ারী বলেন, তামাকের মতো স্বাস্থ্যহানীকর পণ্যের উপর কর আরোপ জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সর্বোপরি রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকের কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছাও অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

সুনির্দিষ্ট করারোপ ও তামাক নিয়ন্ত্রণে কর নীতি প্রণয়নের আহ্বান

তামাকের প্রকৃত মূল্য ও সুনির্দিষ্ট কর বৃদ্ধি তামাকের ব্যবহার কমাবে, সরকারের রাজস্ব বাড়াবে, দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমবে এবং আগামী দিনে সুস্থ্য সবল জাতি পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের বিদ্যমান কর ব্যবস্থায় তামাক কোম্পানিগুলো লাভবান হয়। কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যাতে তামাক কোম্পানির লাভ বেড়ে না যায়। পাশাপাশি তামাক ব্যবহার কমাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সুনির্দিষ্ট করারোপ ও তামাক করনীতি প্রণয়ন করা জরুরি।

১১ মার্চ ২০১৯ ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে **"তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি রোধে তামাক কর নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক** আলোচনা সভায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি তোফিক মারুফ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী।

বক্তারা বলেন, তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকার বিপরীতে সরকারকে তামাকজনিত সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায় বছরে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে দূর্বল কর ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকারকে প্রচুর রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। তারা নানান অজুহাতে তামাকের কর বৃদ্ধির বিরোধীতা করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের কারনে (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস) মৃত্যু ৬৭% এ এসে দাড়িয়েছে। ভয়াবহ এ সকল রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ দরিদ্রতার শিকার হচ্ছে। আগামী দিনে সুস্থ্য সবল জাতি পেতে হলে তরুণ প্রজন্মকে তামাক হতে দুরে রাখতে হবে।

গবেষনার তথ্যানুসারে, "যত মানুষ তামাক ব্যবহার করেন তার অন্তত ৫০% মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করবে তামাকজনিত রোগে। এ সকল মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। যে কোন পণ্যের দাম বাড়ালে তার চাহিদা কমে। তামাকের প্রকৃত মূল্য ও কর বৃদ্ধি এবং যোগান কমানোর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে সাফল্য পাওয়া যায়। এই বাস্তবতায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। তামাক কোম্পানিগুলোর দাবি অনুসারে কর বৃদ্ধির উদার নীতি বা নমনীয়নীতি গ্রহণ করে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা;

সিগারেটের ক্ষেত্রেঃ নিম্নস্তরের দেশীয় এবং বহুজাতিক ব্র্যান্ডের সিগারেটের ভিন্ন কর ব্যবস্থা তুলে নেওয়া, উচ্চ এবং মধ্যম স্তর একত্রিত করা, নিম্নস্তরের সিগারেটের সর্বনিম্ন দাম প্রতি ১০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেটের জন্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করা, নিম্নস্তরে এড-ভেলোরেম কর ৬০% এ বৃদ্ধি করা, উচ্চস্তরের সিগারেটের সর্বনিম্ন দাম প্রতি ১০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেটের জন্য ১০৫ টাকা নির্ধারণ করা, উচ্চস্তরে এড-ভেলোরেম কর ৬৫% এ বহাল রাখা, প্রতি দশ শলাকায় সিগারেটের প্যাকেটে ৫ টাকা হারে নির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) কর আরোপ করা। **বিড়ির ক্ষেত্রেঃ** ফিল্টারড এবং নন-ফিল্টারড বিড়ির মধ্যকার পার্থক্য বাদ দেওয়া, প্রতি ২৫ শলাকার বিড়ির প্যাকেটের দাম সর্বনিম্ন ৩৫ টাকা নির্ধারন করা, এড-ভেলোরেম কর ৪৫% এ বৃদ্ধি করা, প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটে ৬ টাকা হারে নির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) কর আরোপ করা। **ধোঁয়াবিহীন তামাকের ক্ষেত্রেঃ** কর এর ভিত্তি পরিবর্তন করে খুচরা মূল্যে নির্ধারণ করা, সর্বনিম্ন প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার জন্য ৩৫ টাকা এবং নির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) কর ৫ টাকা প্রতি ১০ গ্রাম গুলের জন্য ২০ টাকা খুচরা মূল্য এবং নির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) কর ৩ টাকা নির্ধারণ করা, এড-ভেলোরেম কর ৪৫% এ বৃদ্ধি করা। উল্লেখ যে বিদ্যমান আইন অনুসারে ১৫% ভ্যাট এবং ১ % হেলথ ডেভলাপমেন্ট সারচার্জ সকল তামাকজাত পণ্যের উপর বলবৎ থাকবে।

সভায় জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, একলাব, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন, ইন্সিটিউট অব ওয়েলবিয়িংসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেন।

"অসংক্রামক রোগ ও অকাল মৃত্যু কমাতে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশে ৬৭% মৃত্যু হয়ে থাকে অসংক্রামক রোগ (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস) এর কারনে। এ সকল রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ মেয়াদী। এবং এসব রোগের অন্যতম প্রধান কারণ তামাক সেবন। তামাকজাত পণ্যে উচ্চ হারে কর বৃদ্ধিসহ তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় কমানো সম্ভব।

৫ মার্চ, ২০১৯ বিকেলে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে তোপখানা রোডস্থ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সভাকক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ। বাংলাদেশে তামাকের কর বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা ও করনীয় বিষয়ে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক।

এছাড়া সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস- বাংলাদেশ এর হেড অব প্রোগ্রামস মো. শফিকুল ইসলাম, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মো. কামাল উদ্দিন, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী, সিটিএফকে'র প্রোগাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ প্রমূখ।

এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ-সচিব মোতাহার হোসেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি'র প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুলসহ সরকারী- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

"এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়" শীর্ষক সভা

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ দুপুরে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক কার্যালয়ে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এবং বিসিএস উইমেন নেটওয়াক যৌথ উদ্যোগে "এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও করনীয়" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর মহাসচিব নাসরিন আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে আর্টিকেল ৫.৩ প্রতিপালনে সরকারী কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী'র প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে এফসিসিটিসি'র কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরী।

তামাক নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আহবান

৭ জানুয়ারী ২০১৯ ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে রায়েরবাজার ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কৈবর্ত সভাকক্ষে **"তামাক নিয়ন্ত্রণের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়" শীর্ষক** মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা এবং পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান আবু নাসের খান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর সাবেক চেয়ারম্যান আইয়ুবুর রহমান, ঢাকা'র সাবেক সিভিল সার্জন মুশফিকুর রহমান, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র সিনিয়র অফিসার তাইফুর রহমান, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। বক্তারা সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আবু নাসের খান বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে সরকারের নীতিতে প্রভাব বিস্তার প্রতিহত এবং জনস্বার্থ রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে তামাক নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অর্জন আরো বাড়িয়ে দেবে।

গাউস পিয়ারী বলেন, 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের দেশে খুচরা সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে।

এখনও তামাকজাত দ্রব্যের কার্টনগুলোতে আইন অনুসারে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদান করা হচ্ছে না এবং সিগারেট ছাড়াও কার্টনগুলোতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে। তামাকের খুচরা বিক্রি বন্ধ এবং সিগারেটের কার্টনগুলোতেও স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদান করতে হবে।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো শুধু জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্যই হুমকি নয়, তাদের কার্যক্রম আমাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকারকেও চ্যালেঞ্জ করছে। তামাক কোম্পানিগুলোর দাবি অনুসারে কর বৃদ্ধির উদার নীতি বা নমনীয়নীতি গ্রহণ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। কর বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মুশফিকুর রহমান বলেন, তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে। সারাদেশে এ আইনটির বাস্তবায়ন জোরদার করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তাইফুর রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে একসময় আমরা বৈদেশিক সহায়তার মুখাপেক্ষী ছিলাম। তামাকজাত দ্রব্যের উপর সারচার্জ আরোপের ফলে সে অবস্থা থেকে উত্তোরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অগ্রসর করতে সারচার্জের অর্থ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে হবে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তামাকের কর বৃদ্ধিও ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সদিচ্ছা এবং এর প্রতিফলন থাকতে হবে।

নজরুল ইসলাম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা, লক্ষ্য ঠিক রেখে সরকারী বেসকারী পর্যায় থেকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। বিগত দিনের অর্জন এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ শেয়ার করে সরকারকে দোষারোপ করে নয় সহযোগী হয়ে আলোর পথ দেখাতে হবে।

আইয়ুবুর রহমান বলেন, কোম্পানিগুলো কৃষকদের বিভ্রান্ত তথ্য দিয়ে তামাক চাষে প্রলুব্ধ করছে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রনে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। সরকারিভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি মনিটরিং এবং এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।

সভায় জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব), একলাব, এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, ইপসা, সুপ্র, হিমু পরিবহন, বাচঁতে শিখ নারী, কারিতাস, সিএফএ, আইডাব্লিউবিসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেন।

‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ’ অর্জনে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা জরুরী

-অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা

২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যহত হচ্ছে। উপরন্তু, ব্যবসায়ীক স্বার্থ হাসিল করতে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছাকে উপেক্ষা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের অতীত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে অবিলম্বে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, তামাক কর নীতি, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি চূড়ান্ত করা জরুরী। ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট’র আয়োজনে **“তামাক নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হোক”** শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এই আহ্বান জানান।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল’র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম এবং এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, বাঁচতে শিখ নারী’র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রজেক্ট ম্যানেজার ডালিয়া দাস, হীল এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জেবুন্নেসা চৌধুরী, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট’র নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি’র কর্মকর্তা আব্দুল মাজেদ, হিমু পরিবহনের কর্মকর্তা সাগর মল্লিক প্রমূখ। কর্মসূচিটি সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট’র সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

বক্তারা বলেন, ক্ষতিকর তামাকজাত পন্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিগুলোগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিসমূহ প্রণয়ণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য নানাভাবে অপচেষ্টা চালানো সত্বেও তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখিত অগ্রগতি হওয়ার পরও ইতিপূর্বে প্রণীত নীতিসমুহ বাস্তবায়ন, সর্বোপরি কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে দেশ। বিশেষ করে, সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকায় তামাক কোম্পানিগুলোর অপচেষ্টা প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণের সমস্যা চিহ্নিত, চাহিদা নিরূপন ও সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনেই অনতিবিলম্বে সুনির্দিষ্ট একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরী। যা তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধকতা নিরুপনের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে পর্যায়ক্রমিকভাবে তামাকমুক্ত হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও অসংক্রামক রোগে (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস)সহ বিভিন্ন প্রাণঘাতি রোগের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এর জন্য প্রধানত দায়ী ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার। সর্বশেষ হিসাব মতে, পৃথিবীতে মোট মৃত্যুর ৬৭% এর অধিক এর কারণ অসংক্রামক রোগ। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এফসিটিসি (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্-এসডিজিতে তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’র অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক লক্ষ্যমাত্রাতেও তামাক নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এসকল বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশও অঙ্গীকারাবদ্ধ। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে সুনিদিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা।

কর্মসূচীতে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং, বায়োস্কোপ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

‘স্টপ টোব্যাকো বাংলাদেশ’ এর তামাক বিরোধী চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

তামাকের ভয়াবহ ক্ষতি বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন করতে ফেসবুক, টুইটার ও নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তা প্রচার করে আসছে ‘স্টপ টোব্যাকো বাংলাদেশ’। তামাক বিরোধী বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ৯ মার্চ ২০১৯ ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর উন্মুক্ত মঞ্চে **‘তামাকে আর খাবে না আমাকে’** শিরোনামে তামাকে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র প্রদর্শনী, মইলুডু খেলা ও উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে স্টপ টোব্যাকো বাংলাদেশ। ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের উদ্যোগে দিনব্যাপী এই আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল বাযুকা কমিউনিকেশন্স।

কর্মসূচিতে ফেসবুক পেজের ফলোয়ারদের পাঠানো তামাকজনিত রোগ-দুর্ভোগের বাস্তব কথা নিয়ে লেখা ও চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয় বেলা ১২টায়। এতে সত্য ঘটনাগুলো জেনে ও ছবি দেখে উপস্থিত দর্শকদের অনেকেই আর কখনও তামাক না ছোঁয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে দর্শকদের অংশগ্রহণে মইলুডু খেলার আয়োজন করা হয়। এই খেলায় অংশ নেওয়া ও গ্যালারিতে বসে তা দেখার মাধ্যমে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারে তামাকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কীভাবে জীবনের প্রতিটি পদে বিপদজনক ফাঁদ পেতে রেখেছে। তৃতীয় পর্বে ছিল ফেসবুক পেইজে মন্তব্যকারী ও উপস্থিত দর্শকদের তামাক বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা।

স্টপ টোব্যাকো বাংলাদেশ পেইজের মুখপাত্র শেখ নাসির উদ্দিনের সঞ্চালনায় এই প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পর্বে অংশ নেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন আহমেদ, সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি’র প্রকল্প পরিচালক ড. গোলাম মহিউদ্দীন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’র ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ড. সৈয়দ মাহফুজুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। এ পর্বে সভাপতিত্ব করেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস বাংলাদেশের হেড অব প্রোগ্রামস মো. শফিকুল ইসলাম।

তামাকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি, কর বৃদ্ধি, আইনের কঠোর প্রয়োগ, বিজ্ঞাপন বন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি প্রতিটি সিগারেট ধরানোর আগে তার ক্ষতি নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে তামাক ছাড়ুন, আজই এই আহ্বানে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

তরুণদের উদ্দেশ্যে তামাকের আগ্রাসী বিজ্ঞাপণ প্রচার করছে তামাক কোম্পানিগুলো

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি তরুণ। দীর্ঘ মেয়াদে তামাকের ভোক্তা তৈরীতে তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে তামাকজাত পণ্যের আগ্রাসী প্রচারণা চালাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা অব্যহত রাখলেও তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘণ করে জনগণকে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তাদের মুনাফার বলি হচ্ছে দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ ও নানান বয়সের জনগণ। “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর প্রয়োগ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা চূড়ান্তকরণ এবং তামাকের নতুন কারখানা তৈরীতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ জরুরী।

২০ মার্চ ২০১৯ ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সম্মেলন কক্ষে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে “National Level Workshop on Implementation of Tobacco Control Law & TAPS Ban” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

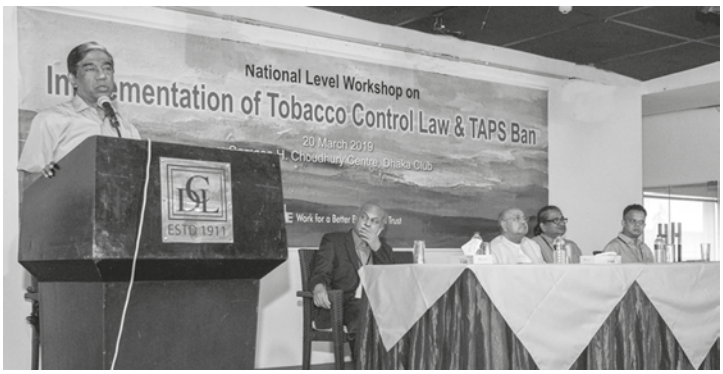

দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি’র বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি’র সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস বাংলাদেশ এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম। উদ্বোধনী পর্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও IAWER পদ্ধতি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। উদ্বোধনী পর্ব সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও উৎসাহব্যঞ্জক অঙ্গীকার আমাদের অনেক বড় শক্তি। “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশে বিদেশী তামাক কোম্পানির বিনিয়োগ বন্ধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ এবং প্রতিবাদ করতে হবে। পাশাপশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তামাকসহ সকল নেশা হতে দুরে রাখতে হবে।

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, তামাকজাত দ্রব্য সেবনের ফলে মানুষ ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোকসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উপরন্তু, তামাকজাত দ্রব্যের ভোক্তা তৈরীতে তামাক কোম্পানিগুলো কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আইন বাস্তবায়নে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ, সাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপসহ বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে হবে। পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

শফিকুল ইসলাম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসকল নীতি চূড়ান্ত হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। বাংলাদেশে আশানুরুপভাবে তামাকের কর বৃদ্ধি হয় না। তামাকজাত দ্রব্যের কর বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানিগুলোই বরং লাভবান হয়। সঠিকভাবে তামাকের করারোপে স্তরভিত্তিক কর কাঠামো বিলুপ্ত এবং একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন জরুরী। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বেসরকারি সংগঠনগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা ইতিবাচক। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণে আরো সফল হবো।

কর্মশালায় “তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধে একটি সমীক্ষা” শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আর্ক ফাউন্ডেশনের রিসার্চ এসোসিয়েট তারানা ফেরদৌস গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন।

গবেষণা বিষয়ে **এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম** বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সারা দেশে আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন কৌশলে তামাকজাত পণ্যের প্রচারণা অব্যহত রেখেছে। নতুনদের তামাক ব্যবহারে আকৃষ্ট করা এবং পুরনোদের চালিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করা তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন, প্রচারণা, পৃষ্ঠপোষকতা কৌশল ও টাস্কফোর্স কমিটির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট দেশের ৬টি স্থানে গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণাটিতে তামাকের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে Identification, Administrative and Awareness, Warning, Enforcement, Reporting and Result (IAWER) নামে একটি পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত কার্যকারী একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গবেষণার নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” বাস্তবায়নে জেলা/উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি এ মুহূর্তে অন্যতম বড় শক্তি।

কর্মশালার সমাপনী পর্বে অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল’র সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান ও তামাক বিরোধী জোট’র উপদেষ্ঠা আবু নাসের খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক ও দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট’র নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ।

মো. খলিলুর রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার ইতিবাচক। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কাজ করে যাচ্ছে। সরকার তামাকমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ প্রণয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন রয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোকে তামাক নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম গতিশীলকরণে স্বতস্ফূতভার্বে এগিয়ে আসতে হবে।

আবু নাসের খান বলেন, তামাক জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে আনতে ভূমি কর আরোপ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের তদারকি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি কৃষকদের তামাক চাষে নিরুৎসাহিতকরণ ও তামাকের বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত ও যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

অধ্যাপক ড. রুমানা হক বলেন, কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী তামাক কর কাঠামো। ২০১৮ সালে তামাকজনিত রোগে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা, একই সময়ে তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মাত্র ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বাড়ালে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তামাকের ব্যবহার ও তামাকজনিত এই মৃত্যু ও ক্ষতির পরিমাণ কমে আসবে। বর্তমানে সিগারেটের চার স্তরবিশিষ্ট কর প্রথাকে দুই স্তরবিশিষ্ট কর কাঠামোতে আনা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে একটি তামাক কর নীতি প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার এটাই মোক্ষম সময়।

সভাপতির বক্তব্যে **সাইফুদ্দিন আহমেদ** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণকে বর্তমানে সরকার জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে নিয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজন আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তবেই তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদের অর্জন আরো বাড়বে। এক্ষেত্রে জাতীয় এবং মাঠ পর্যায়ে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। বিগত দিনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার, তামাক বিরোধী জোট ও অন্যান্য তামাক বিরোধী সংগঠন এবং ব্যক্তি পর্যায়ে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আরো বেগবান ও শক্তিশালী হবে বলে আমরা আশাবাদী। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশ্বে উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন;

তামাক কোম্পানীতে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও বিএটিবি’র পরিচালনা পর্ষদে সরকারী প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের জানার পরিধি বাড়ানো, ধূমপানমুক্ত সাইনসহ আইনের জরুরী ধারার শাস্তিসমূহ উল্লেখপূর্বক প্রচার ও জনসম্মুখে প্রচার করা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্তদের দক্ষতা বৃদ্ধি, জেলা/উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয় করা, আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা, তামাক বিপণণে লাইসেন্সিং বাধ্যতামূলক করা, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল’র লোকবল বৃদ্ধি, প্রকাশনা ও বিলবোর্ডে প্রচারের মাধ্যমে তামাক বিরোধী সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অন্তত ১৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা 'তামাক'। ক্ষতিকর এ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণে প্রণীত আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা অব্যহত রেখেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কৌশলে জনগণকে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উদ্বুদ্ধ করছে। রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘণকারী সকল তামাক কোম্পানিকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ সকাল ১১টায় দক্ষিণ যাত্রাবাড়ীতে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাঁচতে শিখ নারী এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র আয়োজনে "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জনউদ্যোগ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

বাঁচতে শিখ নারী'র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম এর সঞ্চালনায় এবং বাংলাদেশ কৃষক লীগ (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ) এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম বাচ্চু'র সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জায়েদ ইকবাল খান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান, বাঁচতে শিখ নারী'র এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার তমীজ উদ্দিন প্রমূখ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর অর্ন্তগত সংগঠনগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সভায় বক্তারা বলেন, সারাদেশে তামাক কোম্পানীগুলো তাদের আগ্রাসী প্রচার-প্রচারণা অব্যহত রাখার পাশাপাশি খালি প্যাকেটের বিনিময়ে নানাধরনের উপহার সামগ্রী প্রদান করছে যা ধূমপান তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সু-স্পষ্ট লঙ্ঘণ। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংগঠনগুলো আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অপরদিকে, তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা বাড়িয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রমাগত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সর্বোপরি 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী। পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নেই। কর্মসূচীতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কাস ফেডারেশন ও বাঁচতে শিখ নারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

দেবী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধের দাবী

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের তোয়াক্কা না করেই নির্মিত সরকারি অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'দেবী' সম্প্রচার বন্ধের দাবীতে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের আয়োজনে ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে। কর্মসূচিতে আইন লঙ্ঘণকারীদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবী জানানো হয়।

একই দাবীতে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইড ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, এসিডি, নাটাব ও ঢাকা আহসানিয়া মিশনসহ কয়েকটি তামাক বিরোধী সংগঠন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, অধিক হারে ধূমপানের দৃশ্য ব্যবহারের কারণে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র 'দেবী' দেশের তামাক বিরোধী জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ হলেও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এ চলচ্চিত্রে কারণে-অকারণে বারবার আনা হয়েছে ধূমপানের দৃশ্য। তাছাড়া দেবীতে সরাসরি জাপান টোবাকো ইন্টারন্যাশনালের উইনস্টন ব্র্যান্ডের সিগারেটের ব্যবহার দেখানো হয়েছে, যা চলচ্চিত্রটিকে তামাকের বিজ্ঞাপনে পরিণত করেছে।

২২ জানুয়ারি তথ্য সচিব 'দেবী' চলচ্চিত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘণ পর্যালোচনা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, জয়া আহসানসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ধূমপানের দৃশ্যগুলো কর্তন না করেই এবারও চলচ্চিত্রটির টেলিভিশন প্রিমিয়ার করে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি। যারা অত্যন্ত হতাশজনক।

বক্তারা বলেন, সরকার যেখানে ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সেখানে চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য দেখে যুবসমাজ নেশায় প্রভাবিত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য, যুবসমাজ ও তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে 'দেবী' চলচ্চিত্রের প্রচার বন্ধ করা হোক। পাশাপাশি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে তামাক নিয়ন্ত্রণে মতবিনিময় সভা

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে "তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ খুলনা সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর শেখ আমেনা হালিম বেবী'র সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্যানেল মেয়র সুফিয়া রহমান শুনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সচিব মো. আজমুল হক। সিয়াম এর নির্বাহী পরিচালক এড. মাছুম বিল্লাহ এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মো. হাসিবুল হক, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মনিরা আক্তার, পারভীন আক্তার, মাহমুদা বেগম, শাহিদা বেগম, মাজেদা খাতুন, সাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. স্বপন কুমার গোলদার, সাংবাদিক মো. হেদায়েৎ হোসেন মোল্লা প্রমূখ।

"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়তে তামাকজাত দ্রব্য বিপণনে লাইসেন্সিং প্রথা চালু, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করনীয় বিষয়ে কেসিসি'র সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

সাভার পৌরসভায় তামাক নিয়ন্ত্রণে পর্যালোচনা সভা

১১ মার্চ ২০১৯ সাভার পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে "স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা" বিষয়ক এক পর্যালোচনা সভা সাভা পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে করনীয় বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক।

সভায় বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, পৌরসভার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণা, প্রধান প্রকৌশলী শরিফুল ইমাম প্রমূখ। এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় পৌরসভার লাইসেন্সিং কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ অংশগ্রহণ করেন।

"তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ক" সভা

"তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিংয়ের ভূমিকা ও স্টেকহোল্ডারদের করনীয় বিষয়ক সমন্বয় সভা ৩০ মার্চ ২০১৯ বিকেলে ঢাকার বাবর রোডস্থ এইড ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, বিসিসিপির টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রামের টিম লিডার

মোহাম্মদ শামিমুল ইলাম, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. খলিলুর রহমান, টিসিআরসি'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান, গ্রামবাংলা উন্নয়ণ কমিটি'র কর্মসূচি পরিচালক খন্দকার রিয়াজ হোসাইন, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডালিয়া দাস, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফাহমিদা ইসলাম ও সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান। সভায় এইড ফাউন্ডেশনের কনসাল্ট্যান্ট আকরামুল ইসলাম ও সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির দাবিতে মানববন্ধন

১৭ মার্চ সকালে খুলনা প্রেসক্লাবের সামনে এইড ফাউন্ডেশন, সিয়াম, রুপসা, দুস্বর বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্দ্যোগে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মাছুম বিল্লাহ'র সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসাদুজ্জামান রাসেল, এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক, রুপসা'র নির্বাহী পরিচালক হিরন্ময় মন্ডল, দুস্বর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোয়াম্মের আবদুল্লাহ, সাধারন সম্পাদক এস এম জি নেওয়াজ, ইসমত আরা প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, উচ্চমূল্য জনগণকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে। সারা বিশ্বে তামাকের মূল্য বৃদ্ধি এবং উচ্চহারে করারোপ তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হলেও বাংলাদেশে তামাকের কর নির্ধারণে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। সুনির্দিষ্ট কর নীতির অভাব তামাকজাত দ্রব্যের উপর সঠিক হারে করারোপ প্রক্রিয়াকে জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী করছে। উপরন্তু, তামাকের শুল্ক-কাঠামো অত্যন্ত জটিল থাকায় দেশে তামাকের ব্যবহার ও ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। সার্বিক দিক বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে আসন্ন বাজেটে সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ৯০% স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বৃদ্ধিতে টিসিআরসি'র প্রচারণা

সমর্থন জানালেন জাতীয় সংসদের স্পীকার, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিবৃন্দ

তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পন্থা ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী। ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে এবং অধূমপায়ীদের ধূমপানে আসক্ত হতে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিরুৎসাহিত করে। গবেষণায় দেখা যায়, একজন ধূমপায়ী প্রায় ৭০০০ বার একটি সিগারেটের প্যাকেট দেখে। যে দেশে যত বড় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়, সেই দেশে তামাকের ব্যবহার দ্রুত কমছে। এছাড়াও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে অবগত এবং নিবৃত করতে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা গবেষণায় প্রমাণিত।

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের একটি গবেষণায় দেখা যায়, সিঙ্গাপুরে ২০০৪ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রবর্তনের পর সেখানে ২৮% ধূমপায়ী ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ১৪% ধূমপায়ী শিশুদের সামনে এবং ১২% ধূমপায়ী গর্ভবতী নারীদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিলে ২০০২ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৩৬% ধূমপায়ীকে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পেরেছে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত তাদের দেশে উৎপাদিত তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ৮৫% এবং নেপাল ৯০% জায়গাজুড়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে। আমাদের দেশে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে মাত্র ৫০% জায়গায় সচিত্র সতর্কবানী প্রদান করা হলেও ৪৫% তামাকজাত পণ্যের মোড়কেই আইন অনুযায়ী ছবি প্রদান করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসিতে (Framework Convention onTobacco Control) প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও পাশ্ববর্তী দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তামাক নিয়ন্ত্রণে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণে এমন নাজুক অবস্থা বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের ভাবধারা ক্ষুন্ন করছে বলে মনে করেন অধিকাংশ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও তামাক বিরোধী নেতৃবৃন্দ।

জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এলক্ষ্যে অনতিবিলম্বে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরিভাগের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সঠিকভাবে প্রণয় বর্তমান সময়ের দাবী।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র সভাপতি ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পটোয়ারী এম.পি এর নেতৃত্বে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে স্বাক্ষাৎ করেন। জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য (সংসদ সদস্যগণদেরকে) আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও স্বাক্ষরতা কর্মসূচি আয়োজন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়।

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদানে সুপারিশ জানিয়ে ৫ মার্চ ২০১৯ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সাথে জাতীয় সংসদ ভবনে তার কার্যালয়ে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও টিসিআরসি'র সভাপতি ব্যরিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এম.পি, টিসিআরসি'র গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন এবং মিডিয়া ও এ্যাডভোকেসি অফিসার বাপ্পা রাজ দাস।

স্বাক্ষাৎকালে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ৯০% এ বৃদ্ধি করতে সহমত প্রকাশ করেন স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণে তার সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যহত থাকবে বলে জানান।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মুরাদ হাসান, এম.পি এর সাথে এনটিসিসি ও টিসিআরসি'র একটি প্রতিনিধি দল ১৩ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৯০% বৃদ্ধি ও তামাকজাত পণ্যে উচ্চ কর আরোপে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও টিসিআরসি'র সভাপতি ব্যরিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এম.পি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন, টিসিআরসি'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান, গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা প্রমূখ।

সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি'র নেতৃত্বে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র একটি প্রতিনিধি দল ৫ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার এড. ফজলে রাব্বি মিয়া এমপি এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ৯০% করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি এতে সমর্থন জানান।

"তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৯০% এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর দাবীতে" ২ মার্চ ২০১৯ অমর একুশে বই মেলায় আগতদের মাঝে স্বাক্ষরতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের যৌথ আয়োজনে কর্মসূচিতে সহমত প্রকাশ ও স্বাক্ষর করেন জনপ্রিয় লেখক ও দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক আনিসুল হক এবং মেলায় আহত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, টিসিআরসি'র গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন এবং মিডিয়া ও এ্যাডভোকেসি অফিসার বাপ্পা রাজ দাস, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান প্রমূখ।

১২ মার্চ ২০১৯ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস ফারুক খান এমপি এর সাথে তার বাসভবনে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল ও এইড ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ৯০% করার সুপারিশ জানিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১৩ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, এমপি এর সাথে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল ও এইড ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ৯০% করার সুপারিশ জানিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হোসেন এম. পি-কে তামাক বিরোধী ষ্টিকার প্রদান করা হয়।

গাইবান্ধায় তামাক ও ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে কর্মশালা

"তামাক ও ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা ২৫ মার্চ ২০১৯ দুপুরে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সোলেমান আলীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা ১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেন্টার ফর ক্যান্সার প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ ও টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথভাবে কর্মশালা আয়োজন করে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সেন্টার ফর ক্যান্সার প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ এর সহযোগী অধ্যাপক ও ক্যান্সার এপিডেমিওলোজি বিভাগের প্রধান ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবল আলম, গাইবান্ধা জেলা সিভিল সার্জন ডা. আব্দুস শাকুর, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. ইয়াকুব আলী মোড়ল।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চের (বিইআর) এর যৌথ উদ্যোগে ১২-১৪ মার্চ ২০১৯ বিএমএ ভবনে "তামাকের অর্থনীতি ও তামাক কর: জনস্বাস্থ্য প্রেক্ষিত" শীর্ষক তৃতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপের দাবীতে ১৪ মার্চ ২০১৯ সকালে জাতীয় রাজস্ব ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন ও তামাকজাত পণ্যে কর আরোপের সুপারিশ তুলে ধরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

তামাক বিরোধী প্রচারণা "আত্মজিজ্ঞাসা" উদ্বোধন

ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রচারণা "আত্মজিজ্ঞাসা" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালেক এম.পি এর পক্ষ থেকে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান। এসময় ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, এনটিসিসি'র সন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান, এনসিডিসি-স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর ডা. নূর মোহাম্মদ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কারিগরী সহায়তায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

বিসিআইসি পরিচালক (অর্থ) এর সাথে জোট'র প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

২০ জানুয়ারি ২০১৯ সকালে মতিঝিলে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের পরিচালক (অর্থ) আমিন-উল-আহসান এর সাথে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র পক্ষ থেকে আমিন-উল-আহসান কে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে বিবিআইসি'র প্রতি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়;

- বিসিআইসি কতৃক বিতরণকৃত সার ও কেমিক্যাল ক্ষতিকর তামাক চাষে ব্যবহার না হওয়া নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিসিআইসি'র আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ;

প্রতিনিধি দলে জোটভূক্ত সংগঠন বাঁচতে শিখ নারী'র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব, নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র এডভোকেসী অফিসার কাজী মো. হাসিবুল হক, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের প্রকল্প কর্মকর্তা ও গবেষণা সহকারী মো. মহিউদ্দিন।

ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. মো: এহসানুল করিম এর সাথে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

০২ জানুয়ারী ২০১৯ সকালে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র একটি প্রতিনিধি দল সিভিল সার্জন ডা. মো: এহসানুল হক এর সাথে আজিমপুরে তার কার্যালয়ে স্বাক্ষাৎ করে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীলকরণে কার্যকর ও ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে। এ সময় সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচী ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে আরো উপস্থিত ছিলেন নেটওয়ার্ক অফিসার শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

প্রতিনিদিবৃন্দ বলেন, বিগত দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের নেতৃর্ত্বে টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়কে সহায়তা, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালনসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কিন্তু, উদ্বেগের বিষয় তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার অত্যন্ত ইতিবাচক ও আগ্রহী হলেও তামাক কোম্পানীগুলো নানাভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে আসছে। এছাড়া কিছুদিন যাবত তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নেও ঢাকা জেলা টাস্কফোর্স এর পক্ষ থেকে সেভাবে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এগিয়ে নেবার জন্য এ সময় ঢাকার বাইরে কয়েকটি জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লংঘন সংক্রান্ত তথ্য, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গৃহিত কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগের তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়:

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লংঙ্ঘনকারী তামাক কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ করা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয়ে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সহায়ক উপকরণ প্রকাশ ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমুহে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন নিশ্চিতকরণ;

বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে জেলা, উপজেলা ও জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জেলা শহরগুলোতে জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন, উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানুয়ারি - মার্চ ২০১৯ সময়কালে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ তুলে ধরা হলো। সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান**।

গৌরনদী, বরিশাল॥ ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ বিকেলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির মতবিনিময় সভা গৌরনদীতে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন টিপিডিও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খালেদা নাছরিন।

এছাড়াও টিপিডিও সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী বাবু, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হানসহ টিপিডিও'র স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জকিগঞ্জ, সিলেট॥ তামাক নিয়ন্ত্রণে জকিগঞ্জ উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিকেলে উপজেলা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও টাস্তফোর্স কমিটির সভাপতি বিজন কুমার সিংহ।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন জকিগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. নাজমুল হাসান, সমাজসেবা কর্মকর্তা বিনয় ভূষণ দাস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর সৈয়দ জহুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল হামিদ, ডাব্লিউবিবি.ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান, ফায়ার সার্ভস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রতিনিধি আইয়ুবুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কমকর্তা কার্যালয়ের প্রতিনিধি মো. এনামুল হক, সাংবাদিক আল হাবিব তাপাদার, ওমর ফারুক প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে **বিজন কুমার সিংহ** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় সাধন ও পদক্ষেপ গ্রহণে নিয়মিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন অত্যাবশ্যক। আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের চেয়ে আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে শাস্তি প্রদানে জোর দিতে হবে। স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সকলকে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা গড়ে তুলতে কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন ও সিগারেট চোরাচালান রোধে শুল্ক বিভাগ ভূমিকা রাখতে পারে।

শ্রীবরদী, শেরপুর॥ শ্রীবরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেজুঁতি ধর এর সভাপতিত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সকালে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীবরদী থানার সাব-ইন্সপেক্টর শফিকুর রহমান, শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুস শিহাব, কৃষি কর্মকর্তা নুসরাত জাহান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা ফাতেমাতুজ জোহরা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাসিমা আক্তার, এনাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র মো. এনামুল ইসলাম, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ.ট্রাস্ট'র নেটওয়ার্ক কর্মকার শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান প্রমূখ।

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ॥ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিকেলে মুক্তাগাছর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুবর্ণা সরকারের সভাপতিত্বে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার রাজীব আহমেদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা লায়লা আকতার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফায়জুল ইসলাম ভূঞা, সমবায় কর্মকর্তা মো. আলী উসমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার মাহমুদা আকতার, আনসার ভিডিপি কার্যালয়ের ইউএভিডিও স্বন্দীপ রঞ্জন কর, সেতু সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু রায়হান আল মাসুদ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ.ট্রাস্ট'র নেটওয়ার্ক কর্মকার শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান, সাংবাদিক ফেরদৌস তাজ প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে **সুবর্ণা সরকার** বলেন, তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবগত। তবে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করলে যে শাস্তি বা জরিমানার বিধান রয়েছে সেগুলো প্রচার করা করতে হবে। তামাকের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে মুক্তাগাছায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের আহ্বান

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন আরডিএসএ, স্বপ্নডানা ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র আয়োজনে সুনামগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ বিকেলে তরুণদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন স্বপ্নডানা'র চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, আরডিএসএ'র নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান। এছাড়াও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, সুনামগঞ্জে তামাকের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে অন্যান্য পণ্যের ন্যায় তামাকের ন্যায্যমূল্য সংক্রান্ত ব্যানার, ফেস্টুন ও স্টিকার দেখতে পাওয়া যায়। তামাক কোম্পানিগুলো তামাক ব্যবহারকারীদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে জরিপ চালায়। বাজারে নতুন ব্রান্ডের সিগারেট আসলে তামাক সেনবকারীদের নিকট তামাক কোম্পানি বিনামূল্যে সিগারেট বিতরণ করেন। অনেক সময় তামাক কোম্পানির নির্দিষ্ট রং এর পোশাক পরিধান করে ট্যাব/ল্যাপটপ এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করেন। এধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা মানুষকে তামাক সেবনে উৎসাহিত করছে।

স্বপ্নডানা'র চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, প্রচারেই প্রসার, তামাক পরিবেশ, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় এসব পণ্যের বিজ্ঞাপন আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী।

মো. মিজানুল হক সরকার বলেন, বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করা হলে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমে আসবে এবং নতুন করে ধূমপায়ী তৈরী হবে না।

সৈয়দা অনন্যা রহমান বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। বিজ্ঞাপণ তার মধ্যে অন্যতম। তামাক কোম্পানির এসকল অপকৌশল প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, সাফ-কুষ্টিয়া ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র আয়োজনে কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে জংশনে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে মতবিনিময় সভা ও লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভপাতিত্ব করেন পোড়াদহ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মো. রেজাউল করিম। সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাকের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পোড়াদহ জিআরপি থানার অফিসার্স ইনচার্জ মো. সোলেমান হোসেন মোল্লা, বিশেষ অতিথি ছিলেন পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. সেলিম হাসান, পোড়াদহ জিআরপি থানার সেকেন্ড অফিসার গোবিন্দ কুমার মন্ডল, করিম ড্রাগ হাউজের স্বত্ত্বাধিকারী ডা. আব্দুল করিম। এছাড়াও সভায় পোড়াদহ এলাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানির লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। এ লক্ষ্যে তারা আইন অমান্য করে এ সকল ক্ষতিকর পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এসব বিজ্ঞাপনের প্রভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্ম নেশার জগতে পা বাড়াচ্ছে। যা কারোরই কাম্য নয়। জনস্বার্থে প্রণীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আইন বাস্তবায়নে তদারকী করবেন তবে ব্যবসায়ীদেরকেও আইন সম্পর্কে সচেতন ও বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। তবেই আমরা তামাকমুক্ত একটি সুন্দর দেশ ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী একটি জাতি পাবো।

তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে সিরাজগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

সিরাজগঞ্জ॥ ১৮ মার্চ ২০১৯ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের ষ্টেশন রোড ও এসএস রোডে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

এসময় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে আমদানী নিষিদ্ধ বিদেশী সিগারেট বিক্রির দায়ে আলাউদ্দিন স্টোরকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইশরাত জাহান ও আমেনা মারজানের নের্তৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক আবু রায়হান, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা প্রমূখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না: তথ্যমন্ত্রী

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে অগ্রগতি, বাধা ও করণীয়: গ্যাটস ২০১৭-এর আলোকে একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্মা) যৌথভাবে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের সহায়তায় এই আলোচনা সভা আয়োজন করে।

এ সময় **তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ** বলেন, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না। তবে, গত একদশকে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার কমেছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তামাকের ক্ষতিকারক দিকের প্রচারণা চালানোর ওপরে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন বিআইআইএসএস এর রিসার্চ ডিরেক্টর ড. মাহফুজ কবীর। সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া, অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা) এর কনভেনর মর্তুজা হায়দার লিটন, প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক এ বি এম জুবায়ের প্রমুখ। আত্মা'র কো-কনভেনর নাদিরা কিরণের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রজ্ঞা'র কো-অর্ডিনেটর মো. হাসান শাহরিয়ার।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭-এর ফলাফল অনুযায়ী, ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাকের ব্যবহার ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই অগ্রগতি প্রশংসনীয় তবে ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়।

গ্যাটস্ ২০১৭-এর ফলাফল অনুযায়ী, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষত দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের উচ্চহার পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া সার্বিকভাবে শহরের তুলনায় গ্রামে তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। কার্যকর তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপের অভাবে সস্তা তামাকজাত পণ্য, তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা, বিদ্যমান আইনের দূর্বল বাস্তবায়ন, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

সচিব মো. আসাদুল ইসলাম বলেন, গ্যাটসের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ আমাদের বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, সে আলোকে ভবিষ্যৎ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সাজাতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে মিডিয়ার ভূমিকা অনবদ্য। এই ধারা অব্যহত রাখতে হবে।

ড. মাহফুজ কবীর বলেন, তামাকের দাম এখনো অনেক সস্তা, দাম বাড়িয়ে এসব পণ্য দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। ইতোমধ্যে পরবর্তী পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আরো বিস্তৃত পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

তামাকের কর বাড়ালে কমবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি

সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যের উপর কর বাড়ালে একদিকে রাজস্ব বাড়বে অন্যদিকে কমবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা। এতে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও কমবে। তাই আগামী বাজেটে এ খাতের বিদ্যমান করহার বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে বিশিষ্টজনরা। ২৩ মার্চ ২০১৯ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'কেমন তামাক কর চাই' শীর্ষক প্রাক বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে প্রগতির জন্য জ্ঞান (প্রজ্ঞা) এবং এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশে তিন কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা দুই কোটি ২০ লাখ এবং ধূমপায়ীর সংখ্যা এক কোটি ৯২ লাখ। আবার পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে তামাক ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এছাড়া অনুপাতিক হারে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমলেও সংখ্যার ভিত্তিতে বাড়ছে ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

এ অবস্থা উত্তরণে সব ধরনের তামাক পণ্যে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে করহার বাড়ানো গেলে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমানো সম্ভব এছাড়া সামাজিকভাবে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে ধূমপান বিরোধী অধ্যায় রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, তামাকের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণার পাশাপাশি দরকার তামাকের বিকল্প চাষ। যার মাধ্যমে কৃষক আরও লাভবান হতে পারে। এজন্য কৃষকদের সচেতন করার পাশাপাশি সবধরনের সহায়তা করতে হবে।

আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকী বলেন, তামাকের উপর সচেতনতা বাড়ানো ছাড়া ব্যবহার কমানো সম্ভব নয়। এজন্য পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিশুরা ছোট থেকেই যেন তামাকের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান **ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ** বলেন, সব ধরনের তামাক পণ্যে ২৫ শতাংশ ভ্যাট রাখতে হবে। একইসঙ্গে কর্পোরেট করহার কমানো যাবে না। তামাক কোম্পানির করের চাইতে তামাকের কারণে সরকারে স্বাস্থ্যখাতে যে খরচ হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সুস্থ্য জাতি গঠনে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিকল্প নেই।

এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স-আত্মার কো-কনভেনর নাদিয়া কিরণের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে বাজেট প্রস্তাব দেন বিআইডিএস-এর রিসার্চ ডিরেক্টর ড. মাহফুজ কবীর। *তথ্যসূত্র: জাগোনিউজ ২৪ মার্চ ২০১৯*

বেশি ধূমপান করার ফল ভোগ করছিঃ কুদ্দুস বয়াতি

বাংলা লোকগানের জনপ্রিয় শিল্পী কুদ্দুস বয়াতি খাদ্যনালিতে গুরুতর সমস্যা ও ফুসফুসের সংক্রমণসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন উন্নত চিকিৎসার জন্য। এদিকে কুদ্দুস বয়াতির শরীরে বাসা বাঁধা রোগ নিয়ে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য এবং অভিযোগ তুলেছেন।

নিজের কর্মের ফল পেয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, কর্ম সবার জন্য সমান ফল বয়ে আনে। আমি বেশি বেশি সিগারেট খেতাম। তার ফল পেয়েছি। বেশি ধূমপান করার ফল ভোগ করছি।

চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতী নিচ্ছেন জানিয়ে তিনি সুস্থ্য হয়ে দেশে ফিরে অসামাপ্ত কিছু কাজ করতে চান উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তামাক ও সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্য সেবন থেকে শিল্পী সমাজ ও সকলকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। *তথ্যসূত্র: আরটিভি অনলাইন ৪ মার্চ ২০১৯*

সিগারেটের আগুনে অন্তত ৩০০ গাড়ি পুড়ে ছাই

ভারতের বেঙ্গালুরুতে চলমান বিমান বাহিনীর মহড়ার সময় রাজ্যের ইয়েলাহানকা ঘাঁটির কাছে সিগারেটের আগুন থেকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় পুড়ে গেছে অন্তত ৩০০ গাড়ি।

অগ্নিকান্ডের বিষয়ে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, 'সিগারেটের আগুন থেকে ভয়াবহ এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। খোলা আকাশের নিচে শুকনো ঘাসে প্রথমে আগুন লাগে। পরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্কিং লটে রাখা গাড়িগুলোতে।'

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি তাদের একটি প্রতিবেদনে জানায়, 'উত্তর বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহানকা ঘাঁটির কাছের আকাশে বিশাল ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখা যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর দ্বি-বার্ষিক বিশাল এ বিমান মহড়ার জন্য শত শত বিমান পার্কিং করে রাখা ছিল এই ঘাঁটিতে।'

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কর্মকর্তা এমএন রেড্ডি জানান, 'প্রচন্ড বাতাস ও শুকনো ঘাসের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা আকাশের নিচে রাখা শত শত গাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।' *তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

২০৪০ সনে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে উচ্চহারে করারোপের আবশ্যকতা

ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন মাহমুদ

জনস্বাস্থ্যের উপর তামাকের ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমগ্র বিশ্ব অবহিত এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করার জন্য বিশ্ববাসী সচেষ্ট। এতদসত্ত্বেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মোতাবেক সমগ্র বিশ্বে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বছরে ৫৪ লক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে ৬ লক্ষ ৬০ লক্ষ মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে বাংলদেশের অবস্থা খুবই নাজুক। বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য সেবনের প্রভাব কতটা ভয়াবহ দুইটি পরিসংখ্যান থেকেই তা সুস্পষ্ট। এদেশে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য সেবনের কারণে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬২ হাজারেরও বেশী মানুষ মারা যাবার পাশাপাশি ১২ লক্ষ মানুষ ক্যান্সার, যক্ষা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, বাংলাদেশে তামাক অর্থকরি ফসল হিসেবে বিবেচিত। এনবিআর এর হিসাব মোতাবেক সিগারেট ও অন্যান্য তামাক জাতীয় পণ্য হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আয় হয়েছে ২২,৮৬৬.৯১ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলদেশ, ক্যান্সার সোসাইটির যৌথ গবেষণা প্রতিবেদন হতে জানা যায়, তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণে একই সময়ে এদেশে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, যা ছিল সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জিডিপি'র ১.৪ শতাংশ।

বিভিন্ন বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং দায়িত্বশীল নাগরিকবৃন্দ জনস্বাস্থ্যের উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করার অভিপ্রায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারি পর্যায়েও তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করার জন্য গৃহীত হয়েছে নানাবিধ উদ্যোগ। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর করার পাশাপাশি ২০০৫ সনে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন" পাস করেছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নসহ ২০১৫ সনে বিধিমালা জারী করেছে। এসডিজি'র স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ক ৩নং অভিলক্ষ্য অনুযায়ী এফসিটিসি বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ এক-তৃতীয়াংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়কে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তামাকের ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে অনুধাবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জানুযারী ২০১৬ তারিখে এসডিজি বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ান স্পিকারদের শীর্ষ সম্মেলনের সমাপণী অনুষ্ঠানে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। এসব কারণে তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এদেশের উপর প্রযোজ্য। এফসিটিসি -এর স্বাক্ষরকারী হিসেবে বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সতর্কীকরণ বার্তা লেখার নিয়ম বাধ্য বাধকতামূলক করা হয়েছে এবং তামাকের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ এবং মূল্য বৃদ্ধির মাধমে ব্যবহার হ্রাস করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

এতদসেত্ত্বেও বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার বিশেষ করে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার আশানুরূপভাবে কমেনি। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে, ২০১৭ প্রতিবেদনে ১৫ বছরের ওপরে বয়সধারীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ অর্থ্যাৎ ৩৫.৩% মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ ৪৬% আর নারী ২৫%। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ২০০৪ সনে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারকারী ছিলো ৩৬% , যা গ্লোবাল এডাল্ট সার্ভে প্রতিবেদন মোতাবেক ২০০৯ সনে বেড়ে দাড়িয়েছে ৪৩.৩% (২০০৯-২০১৭)। এ পরিসংখ্যানটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক হলেও তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে গত ৮ বছরে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার ৮ শতাংশ কমেছে মর্মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখিত তথ্যাবলী থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আমাদের গৃহীত কার্যক্রম খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে আশংকা করার কারণ রয়েছে যে, তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে যে শম্ভুক গতি বর্তমানে বিদ্যমান- তা অব্যাহত থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিমূল করাতো দূরের কথা এসডি-জি'র লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সনের মধ্যে তামাক ব্যবহারকারীর হার ২৫% -এ নামিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাক ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার যে ঘোষণা দিয়েছেন তা বাস্তাবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা নীতি নির্ধারকগণের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে নীতি নির্ধারকগণকে নীতি প্রণয়নে অনেক বেশী কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। একইসাথে গৃহীত নীতি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়েও কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। সুশাসনের ঘাটতি বা অন্যবিধ কারণে নীতি বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা কম-এমনতর অযুহাত দেখিয়ে নীতি প্রণয়নে সমঝোতার আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই।

অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোন পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়লে তার ব্যবহারও অস্বাভাবিকভাবে কমে যাবে। তাহলে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনের অনেক বেশী করারোপ করতে আমাদের অসুবিধা কোথায়? অনেকে হয়তো বলবেন যে, এতে করে তামাক শিল্পে ধ্বস নামবে, সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হবে, তামাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়বে। অনেক বেশী করারোপ তামাক ও তামাকজাত পণ্যের অবৈধ উৎপাদন ও বানিজ্য (illicit production and trading) কে উৎসাহিত করবে বিধায় এর ফলে তামাক ও তামাকজাত পন্যের ব্যবহার না কমে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যাবে।

আমি সবিনয়ে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে চাই। ধরা যাক, তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে বিদ্যমান করের হার ৫ গুণ বা ৫০০% বাড়ানো হলো। ফলাফলটা কি দাঁড়াবে? তামাকের মাত্রাতিরিক্ত দাম বাড়ায় তা হয়তো ধনিক শ্রেণির আচরণে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না, এর ফলে মধ্যবিত্তরা কম মূল্যের তামাকজাত পণ্যের দিকে ঝুঁকবে, নিম্নবিত্তদের সিংহভাগ তামাকের ব্যবহার ছাড়তে বাধ্য হবে। তামাকের ব্যবহার হয়তো ৫০% কমে যাবে, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এতে করে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক, সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি ৩০-৩৫% হ্রাস পাবে, মাত্রাতিরিক্ত করারোপ পূর্ববর্তী বাৎসরিক রাজস্ব ২২,৮৬৬.৯১ কোটি হতে কমে ১৫-১৬ হাজার কোটিতে দাঁড়াবে। অর্থ্যাৎ এ কারণে বিগত বছরে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তা কমে হয়তো ৬ হাজার কোটিতে দাঁড়াবে। সাকুল্যে সরকারের নিট লাভ হবে প্রায় সতের হাজার কোটি টাকা। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে মাত্রাতিরিক্ত করারোপ করায় পৃথিবীর অনেক দেশেই তামাকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে বিধায় সে উদাহরণকে আমাদের নীতি নির্ধারকগণ যুক্তি হিসেবে সহজেই গ্রহণ করতে পারেন।

অবশ্যই স্বাস্থের উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে সকল বস্তুর ব্যবহার বাদ দিলে অকাল মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা যায় এর মধ্যে তামাক শীর্ষে। কেননা, বিশ্বে যত লোক তামাক ব্যবহার করে তার প্রায় অর্ধেক তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে মৃত্যুবরণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্টের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল এন্ড প্রিভেনশন (CDC) সেন্টার তামাক ব্যবহারকে বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। চিকিৎসকগণ নিশ্চিত করেছেন যে, তামাক হৃৎপিন্ড, লিভার ও ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। ধূমপানের ফলে হার্ট অ্যাটাক, স্টোক, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, এমফাইসিমা ও ক্রনিক ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার, ল্যরিংস ও মুখ-গহ্বরের ক্যান্সার এসবের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত তামাকজাত দ্রব্যের ও পরোক্ষ ধূমপানের ধোঁয়াও সকল বয়সী ব্যক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। গর্ভবতী নারীদের উপর তামাকের ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। গবেষনায় প্রমাণিত যে, দীর্ঘকাল ধূমপানের ফলে সার্বিক গড়ায়ু অধুমপায়ীদের তুলনায় ১০ বছর থেকে ১৭.৯ বছর পর্যন্ত হ্রাস পায়। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ তামাককে নির্ভরশীলতার দিক থেকে ৩য়, শারীরিক ক্ষতির দিক থেকে ১৪ তম ও সামাজিক ক্ষতির দিক থেকে ১২ তম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে তামাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়বে তা ভাববার সংগত কারণ নেই। কেননা, অধিকাংশ তামাক শিল্প গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গসহ কতিপয় ভৌগলিক পকেটে। তামাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা সহজেই কৃষি শ্রমিকে রুপান্তরিত হতে পারবেন। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের অবৈধ উৎপাদন ও বানিজ্য (illicit production and trading) বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। আমরা সুশাসনের কাঙ্খিত মানে উপনীত হতে পারলে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের অবৈধ বানিজ্য ও বিপণন আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে সেকথা সহজেই অনুমেয়। ইতোমধ্যে দুর্নীতি বিষয়ে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষনা করেছে। তাই সুশাসনের কাঙ্খিত মানে উপনীত হওয়ার অভিপ্রায়কে পাশ কাটিয়ে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের অবৈধ উৎপাদন ও বানিজ্য এর দোহাই দিয়ে তামাকজাত দ্রব্যের উপর বর্ধিত করারোপ এর বিরোধিতা করা কোনমতেই সংগত হতে পারে না। ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাক ব্যবহার সম্পূর্ন নির্মূল করার প্রসংগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে হলে এ মুহূর্তে আমাদেরকে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে অনেক কঠোর সিদ্বান্ত গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে কালবিলম্বের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। এমুহূর্তে শতভাগ উদ্যোগী ও শতভাগ কঠোর হওয়া ছাড়া আমাদেরকে আর কোন বিকল্প নেই। আশা করবো স্বাস্থ্য সচেতন সকল সহকর্মী এবং বিজ্ঞ অংশগ্রহণকারীগণ জাতীয় ও জনস্বার্থে এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

লেখক: মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কর বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর পন্থা

সৈয়দা অনন্যা রহমান

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-২০১৭ এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে সার্বিক তামাক ব্যবহারের হার (ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন) ৩৫.৩% বা তিন কোটি আটাত্তর লক্ষ (৩৭.৮ মিলিয়ন)। যার মধ্যে পুরুষ ৪৬% এবং নারী ২৫%। সার্বিক ধূমপানের হার ১৮% বা এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ (১৯.২ মিলিয়ন) এবং সার্বিক ধোঁয়াবিহিন তামাক ব্যবহারের হার ২০.৬% বা ২ কোটি বিশ লক্ষ (২২ মিলিয়ন) তামাক ব্যবহার অসংক্রামক রোগের মূল কারণ।

গ্রামাঞ্চলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার শহরের তুলনায় অধিক। সার্বিকভাবে তামাক ব্যবহার কমলেও সিগারেট গ্রহণের মাত্রা পুরুষদের মধ্যে বেশী। ২০০৯ থেকে ২০১৭ এ গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভেতে দেখা গেছে, পুরষদের মধ্যে সিগারেট গ্রহণের মাত্রা ২৮.৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৭% হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে তামাক গ্রহণের মাত্রা বেড়েছে। পুরুষদের মধ্যে ধোঁয়াবিহিন তামাক সেবনের মাত্রা কমলেও নারীদের মধ্যে এর মাত্রা আগের তুলনায় খুব বেশী একটা কমেনি। আবার উচ্চ আয়ের মানুষের মধ্যে তামাক গ্রহণের মাত্রা কমেছে কিন্তু নিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। অর্থাৎ- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের মাত্রা অধিক।

বাংলাদেশের মোট মৃত্যুর ৬৭ ভাগ হয় অসংক্রামক রোগে (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার)। তামাক সেবন ও ধূমপানের কারণে দেশে ১২ লক্ষ মানুষ ৮টি প্রধান রোগে (ক্যান্সার, যক্ষা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, হৃদরোগ, বার্জাজ ডিজিজ ইত্যাদি) আক্রান্ত হচ্ছে। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে এক লাখ ৬২ হাজারেরও বেশি মানুষ।

তামাকের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রের উপর একধরনের চাপ তৈরী হচ্ছে। তামাকের মতো ক্ষতিকর পন্য থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আয় হয় তার চেয়ে এর কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয় অনেক বেশী। বাংলাদেশে তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণে প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় (২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি এর ১.৪ শতাংশ)। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যানুসারেতামাক খাত থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষনায় দেখা গেছে, তামাকের কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বছরে খরচ হয়ে যাচ্ছে ৩০ হাজার, ৫৭০ কোটি টাকা। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে তামাকের কারণে প্রকৃতপক্ষে দেশের ক্ষতিই হচ্ছে। স্বাস্থ্য বাজেট বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে গবেষনা এবং করা করা প্রয়োজন।

তামাকের ব্যবহার কমাতে অনেকগুলো কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো একদিকে চাহিদা কমাবে, অন্যদিক কমাবে যোগান। এসকল পদ্ধতিগুলোর মধ্যে তামাকের উপর কর বৃদ্ধি অন্যতম কার্যকর একটি উপায়। বাংলাদেশে বর্তমান তামাকের কর কাঠামো জটিল ও স্তর বিশিষ্ট। বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্য কয়েকটি স্তরে নির্ধারন করা হয় এবং এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন মূল্য এবং এগুলোর উপর আলাদা আলাদা করে কর বসানো হয়। বিভিন্ন স্তর, তার বিভিন্ন রকম মূল্য আবার তার উপর আলাদা আলাদা কর আরোপ বিষয়টিকে জটিল করে তোলে। স্তরগুলোতে মূল্য ও করের ব্যবধান তৈরী হয়। উদাহরন হিসাবে বলা যায়, প্রিমিয়াম ব্রান্ড এর কর এর হারের সাথে নিম্ন আয়ের সিগারেটের করের ব্যবধান অনেক। এর ফলে বাজারে এগুলোর দামের বিভিন্ন ধরনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ফলে সিগারেটের দাম বেড়ে গেলে ব্যবহারকারীরা ব্রান্ড সুইচ করে নিম্ন ব্রান্ডে চলে আসে। স্তর কমিয়ে আনার পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য ও সুনিদিষ্ট আকারে কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

তামাক ক্ষতিকর এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। খাদ্য উৎপাদযোগ্য জমি, পরিবেশ, অর্থ, সর্বপরি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তামাক ক্রমাগত ক্ষতি করে চলেছে। ক্ষতিকর এই পণ্য নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নেই। চাহিদা এবং যোগান কমানো গেলে এই পন্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) ও তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এফসিটিসি আর্টিকেল ৬-এ তামাকের ব্যবহার কমাতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও কর বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

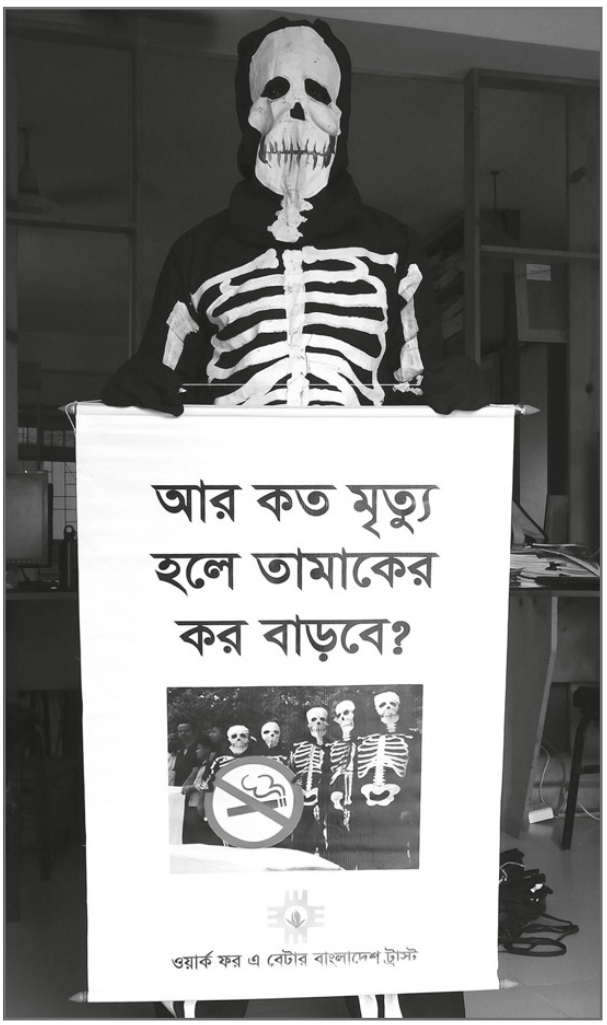

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমাত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতার কারনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল তামাক নিয়ন্ত্রণে রোডম্যাপ তৈরীসহ গ্রহণ করছে নানা উদ্যোগ। এছাড়াও এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে মাল্টি সেকটরাল এ্যাকশন প্লান এ তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের জনগনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, তামাক এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস), এর তথ্যানুসারে, ২০০৬ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে সিগারেটের বিক্রয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে দেশের বাইরে থেকে জাপান টোবাকো কোম্পানীসহ আরো অনেক বহুজাতিক তামাক কোম্পানী ফরেন ইনভেষ্টমেন্টের নামে তামাক ব্যবসা সম্প্রসারনে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।

কেন বাড়ছে তামাকের ব্যবহার? অন্যতম কারন, বাংলাদেশে কমদামী সিগারেটের মার্কেট বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশী দামী সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধিতে এর ক্রেতাদের উপর সেভাবে প্রভাব পড়েনি। আমাদের তামাক কর ব্যবস্থার এত জটিলতার কারনে কর বাড়ানো হলেও জনগন সিগারেট ছেড়ে না দিয়ে ব্রান্ড পরিবর্তন করে নিচের ব্রান্ডে নেমে আসছে। ফলে জনগন তামাক তো ছাড়েইনি বরং কমদামী সিগারেট অধিক পরিমানে খাওয়া শুরু করেছে। দ্বিতীয়ত্ব কম দামী সিগারেটে কর এর হার কম আর বেশী দামী সিগারেটে কর এর হার বেশী হওয়ায়, সরকারের যে পরিমান রেভিনিউ পাবার কথা ছিল সরকার তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ তামাকের উপর সঠিকভাবে করারোপ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং উপরের (উচ্চমূল্যের) টায়ারে কর বাড়ালে সেভাবে লাভ হবে না। কর বাড়াতে হবে নিচের (নিম্ন মূল্যের) টায়ারের দিকে।

বাংলাদেশে কর ব্যবস্থা খুব জটিল এটিকে সহজীকরণ করা প্রয়োজন। তামাকজাত দ্রব্যর উপর কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী ভিশন থাকা প্রয়োজন। তামাক কর এর জন্য একটি সুনিদিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। কর নীতির রোড ম্যাপ অনুসরণ করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং লক্ষ্যে পৌছানো সহজ হবে। স্তরগুলোকে কমিয়ে আনা প্রয়োজন, সুনিদিষ্ট কর আরোপ এবং প্রতিবছরই এই কর বৃদ্ধি করে তামাক পন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। কমদামী সিগারেট বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহিন তামাকজাত দ্রব্য কে সমান ক্ষতিকর মনে করে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি ও এগুলোর উপর উচ্চ হারে সুনিদিষ্ট কর আরোপ ও প্রতিবছর কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিগত দিনে আমরা দেখেছি, যখনই তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তামাক কোম্পানীগুলো ডিও লেটার প্রেরণ, প্রতিবাদ কর্মসূচী আয়োজন, স্মারকলিপি প্রদাণ এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে নানাভাবে কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাঁগ্রস্থ করার চেষ্টা করে। এবিষয়ে সর্তক থাকতে হবে এবং তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে তামাক কর ব্যবস্থা সুরক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। নিম্নে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তামাকজাত দ্রব্য জনগনের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

- সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, সাদাপাতা, গুলসহ সকল তামাক পন্যের উপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ করা হোক।
- চার স্তর বিশিষ্ট তামাক কর কাঠামো সংশোধন করে দুই স্তর বিশিষ্ট করা হোক।
- হেলথ ডেভলপমেন্ট সারচার্জ এর পরিমান ১% থেকে বৃদ্ধি করে ২% করা হোক।
- ১০% শলাকার প্রতি প্যাকেটের উপর ৫ টাকা হারে স্পেসেফিক কর আরোপ করা হোক।
- বিড়ি-সিগারেটের ভিত্তিমূল্য বৃদ্ধি এবং এর উপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ করা হোক।
- জটিল কর ব্যবস্থার পরিবর্তে তামাকের কর ব্যবস্থা সহজ করা হোক।
- ট্যারিফ ভ্যালূ এর মাধ্যমে আর্টিফিসিয়ালী একটি মূল্য নির্ধারন করা হয় (ধোয়াবিহিন তামাকের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য) যা বাজারের সবোর্চ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে অনেক কম। এক্ষেত্রে ভিত্তিমূল্য ও খূচরা মূল্য নির্ধারন করা প্রয়োজন।
- একেক তামাক পন্যের করের ব্যবস্থা একেক রকম থাকায় এতে কমপ্লেকসিটি তৈরী করে। জর্দ্দা গুল এর ক্ষেত্রেও পরিমান নির্ধারন করে সুনিদিষ্ট কর আরোপ পাশাপাশি মূল্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

লেখক: *কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট*

তামাক ব্যবহারে বছরে ক্ষতি ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা

-সেমিনারে তথ্য প্রকাশ

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারজনিত আর্থিক ক্ষতি বছরে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ। ২০১৮ সালে তামাকজনিত রোগে প্রায় এক লক্ষ ২৬ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু হয়, যা দেশের মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত তামাকের অর্থনৈতিক ক্ষতি বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি, ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ যৌথভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করে। ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী হলে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনীতে কারিগরি অধিবেশন, গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও বিকেলে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণায় বলা হয়, তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে তামাকজনিত প্রধান সাতটি রোগের একটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৫৭ শতাংশ বেশি এবং তামাকজনিত ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ১০৯ শতাংশ বেশি। বর্তমানে দেশে ১৫ লাখের অধিক প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ তামাক সেবনের কারণে এবং ৬১ হাজারের অধিক শিশু পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত।

এতে আরও বলা হয়, তামাকের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। দেশের অর্ধেকের বেশি, অর্থাৎ দুই কোটি শিশু পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া তামাক চাষে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি, কৃষি জমি ব্যবহারের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি, অগ্নিকান্ডের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে **স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান** বলেন, প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে বাংলাদেশ সরকারের যে শেয়ার রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম** বলেন, এ ধরনের গবেষণা ও এর ফলাফল আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মোল্লা ওবাদুল্লাহ বাকী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুল মালিক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এম এ হাই, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিসের হেড অব প্রোগ্রামস মো. শফিকুল ইসলাম, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির পরিচালক অধ্যাপক ড. নিগার নারগিস ও গ্রেগ হাইফলে, ক্যান্সার রিসার্চ-ইউকের প্রিসিলা টিগা, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব) মো. খলিলুর রহমান। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি'র গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তামাক বিরোধী কার্যক্রমের তথ্যচিত্র তুলে ধরে ত্রৈমাসিক পত্রিকা "সমস্বর" প্রকাশ করে আসছে। জোট তার মুখপত্রে তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সংবাদ তুলে ধরতে চায়। আপনার সংগঠনের তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সংবাদ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয় (১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭ ইমেইল infobatabd@gmail.com) বরাবর প্রেরণ করুন।

ধূমপান ত্যাগে 'কুইট লাইন' চালুর তাগিদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

তামাক ব্যবহার ও ধূমপান ত্যাগে 'কুইট লাইন' নামে তথ্য বাতায়ন দ্রুত চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন **স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এম.পি**। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সচিবালয়ে 'তামাকের ওপর আরোপিত সারচার্জ ব্যবস্থাপনা' সংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, স্বেচ্ছায় ধূমপান বা তামাক ত্যাগকে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে 'কুইট লাইন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি দেশে ধূমপান ও তামাক নিরুৎসাহিত করতে সমন্বিতভাবে চাহিদা ও সরবরাহ কমানোর উদ্যোগ নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে যৌথভাবে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, সরকার অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে যেসব কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে, সেগুলো সফল করতে হলে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার কমাতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি ধূমপান ও তামাক বিরোধী প্রচার আরো গতিশীল করে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় আরো জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী'র অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার রোডম্যাপ এবং ২০১৯-২৩ সাল মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার খসড়া এরই মধ্যে প্রণয়ন করেছে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য্য ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, মানস্ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. অরুপ রতন চৌধুরীসহ স্বাস্থ্য, অর্থ, জনপ্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

ফোন: ৮৮-০২-৯১১২৪৪৬, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd